মুকাল্লিদ আলেম (জ্ঞানী) নাকি জাহেল (মূর্খ)?

الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما

গায়ের মুকাল্লিদ আমাদের সমাজের একটা প্রচলিত শব্দ। এই গায়ের মুকাল্লিদ শব্দ ব্যবহার করে সাধারণত আহলে হাদিসদের অর্থাৎ সালাফীদের কে গালি দেওয়া হয় বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্যই সাধারণত এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়। যারা এটা করে তারা সাধারণত জনসাধারণকে এটা বোঝাতে চায় এরা গায়ের মুকাল্লিদ অর্থাৎ এরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করে না। আর আমরা মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী), কারণ আমরা নির্দিষ্ট একজন ইমামের অথবা ইমামের নামে সৃষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসারী।

<u>প্রথমেই আমাদের জানা দরকার তাকলিদ কি? এবং মুকাল্লিদ কাকে বলে?</u>

যেহেতু এ সমস্ত কথা আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ এর দাবিদারদের কাছ থেকেই শোনা যায়, এজন্য তাদের কিতাব থেকে এটা দেখা দরকার তাকলিদের সংজ্ঞা কি? বা তাকলিদ বলতে তারা কি বুঝে।

হানাফী মাযহাবের অত্যান্ত মর্যাদা সম্পন্ন উসুলুল ফিকহ এর কিতাব, মুছাল্লামুছ ছুবুত এর দুই নাম্বার খন্ডের ৩৫০ নাম্বার পৃষ্ঠায় তারা তাকলিদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে।

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة

দলিল- প্রমাণ ব্যতীত কারো কথার উপরে আমল করাকে তাকলিদ বলে।

مسلم الثبوت ৩৫০/২ [1]

এছাড়াও আশরাফুল হেদায়া যা হানাফিদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কিতাব হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা তাদের মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক সেখানেও তারা তাকলিদের এই সংজ্ঞা লিখেছেন।

العمل بالقول امام من مجتهد من غير مطالبة دليل

দলিল-প্রমাণ অন্বেষণ ব্যতীত কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা অনুসারে আমল করাকে তাকলিদ বলা হয়।

আশরাফুল হেদায়া -৬৮ [2]

তাদের কিতাবের সংজ্ঞা অনুসারে বোঝা গেল দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোন উম্মাতিকে অর্থাৎ যিনি নবী নন তার অন্ধ অনুসরণ করা কে তাকলিদ বলে।

এখানে বলা হয়েছে দলিল-প্রমাণ ব্যতীত, যেহেতু কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস এগুলো দলিল যে সকল বিষয় দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন বিষয়ে কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা কে তাকলিদ বলে। সহজ ভাষায় শরীয়তের কোন বিষয়ে কোনো দলিল ব্যতীত(যা কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত নয়) এমন বিষয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তি যিনি নবী নন তার কথা মেনে নেওয়া এটাই তাকলিদ।

আরো সহজ ভাষায় কোন বিশেষ ব্যক্তি কে শরীয়তের সর্বেসর্বা মনে করা। তিনি যা বলবেন তাই মুকাল্লিদের জন্য পালনীয় তা কোরআন-হাদিসে থাক বা না থাক।

(যদি আপনি দলিল খুঁজতে বা জানতে চান তাহলে আপনি আর মুকাল্লিদ থাকবেন না আপনি তখন গায়রে মুকাল্লিদ হয়ে যাবেন কেননা তখন দলিলের অনুসরণ হবে কোন নিদৃষ্ট ব্যক্তির নয়)

এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা দেখতে পায় মুফতি আজম খ্যাত মাওলানা রশিদ আহমেদ লুধিয়ানী, তার বিখ্যাত গ্রন্থ এরশাদুল কারী ইলা সহহীহিল বুখারীতে লিখেছেন,

مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے

(মুকাল্লিদ কে লিয়ে ছেরফ কওলে ইমাম হুজ্জাত হোতা হে)

অর্থ: মুকাল্লিদের জন্য শুধুমাত্র ইমামের কথাই দলিল। ।

২৮৮ - إرشاد القارى 3

এই কথাকে আরো স্পষ্টভাবে এই কিতাবের ৪২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

ہمارا فتوی اور عمل امام رحمت اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا اس لیے کہ ہم امام رحمت اللہ تعالی کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہیں نہ کہ

ادلہ اربعہ 4

হামারা ফাতওয়া ওর আমাল ইমাম রহমাতুল্লাহি তা'লাকে মোতাবেক হি রাহেগা ইসলিয়ে কে হাম ইমাম রাহমাতুল্লাহি তা'লাকে মুকাল্লিদ হে ওর মুকাল্লিদ কে লিয়ে কওলে ইমাম হুজ্জাত হোতা হে না কে আদিল্লায়ে আরবা (কোরআন, হাদিস,ইজমা ও কিয়াস কে আদিল্লায়ে আরবা বলা হয়)

আমাদের ফতোয়া এবং আমল ইমাম রহিমাহুল্লহ তা'লা এর কথা মোতাবেকই হবে এজন্য যে আমরা ইমাম রহিমাহুল্লাহ তা'লা এর মুকাল্লিদ আর মুকাল্লিদের জন্য ইমামের কথাই মূল দলিল আদিল্লায়ে আরবা দলিল নয় অর্থাৎ কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস এগুলো মুকাল্লিদের দলিল নয়।

অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে ইমাম যা বলে তাই মুকাল্লিদের জন্য পালনীয় তা কোরআন – সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হোক বা না হোক যারা দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করে তাদেরকে বলে মুকাল্লিদ আর এই তাকলিদের অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণের দিকে তারা মানুষকে ডাকছে এবং গর্বের সাথে বলছে আমরা মুকাল্লিদ অর্থাৎ আমরা ইমামের অন্ধ অনুসারী।

আর যারা প্রতিনিয়ত মানুষকে কোরআন-সুন্নাহ এর দিকে ডাকছে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে, তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদ বলে গালি দিচ্ছে আমরা নিজেরাও বলি আমরা গায়ের মুকাল্লিদ আমরা কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী না ।

মুকাল্লিদ বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যিনি শরীয়তের সমস্ত বিষয় বিশেষ একজন মানুষের কথা অনুসারে করে থাকেন তা সঠিক হোক বা ভুল হোক।

যে সংজ্ঞা তারা এ সকল বইয়ে লিখেছেন অর্থাৎ তাদের মূল কিতাবগুলোতে লিখেছেন তা তারা সাধারণের সামনে প্রকাশ করেনা কারন তারা জানে মানুষ যদি এটা বুঝতে পারে তাদেরকে কোন দিকে ডাকছে তাহলে তাদেরকে জুতা পেটা করবে।

এজন্য তারা সাধারণ কিতাবে সংজ্ঞা বদলে ফেলে যেমন নবীজির নামাজ বইতে ড. ইলিয়াস ফয়সাল তাকলীদ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে।

التقليد ان يعتمد الانسان في فهم الحكم من الدليل علي غيره لا على نفسه 5

শরীয়তের দলিল থেকে বিধান বোঝার ক্ষেত্রে নিজের উপর নির্ভর না করে অন্যের (শরীয়তের পারদর্শী ইমামের) উপর নির্ভর করাকে তাকলিদ বলে।

আসুন এবার আমরা দেখি মুকাল্লিদ সম্পর্কে তাদের অর্থাৎ তারা যাদেরকে তাদের মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম বলে দাবি করে তারা মুকাল্লিদ সম্পর্কে কি বলেছেন।

ইমাম আবু জাফর আত তাহবী,রহিমাহুল্লাহ তাদের দাবি অনুসারে যিনি হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস,

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ লিসানুল মিজান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আবু জাফর আত তাহবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

هل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي

<u>পক্ষপাত কারী এবং নির্বোধ ব্যতীত কেউ তাকলিদ করে কি?</u>

لسان الميزان ১/২৮০ 6

এছাড়া বদরুদ্দীন আইনি হানাফি ! যাকে তারা তাদের মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম বলে মনে করে।তিনি তার গ্রন্থ আল-বেনায়া সারহে হেদায়া যা হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানে তিনি লিখেছেন,

فالمقلد ذهل والمقلد جهل وآفة كل شيء من التقليد

<u>মুকাল্লিদ ভুল করে এবং মুকাল্লিদ জাহেল হয় এবং সমস্ত সমস্যা তাকলিদের কারণেই হয়।</u>

البناية شرح الهداية ১/৩৭১ 7

অতঃপর ইমাম যাইলাই হানাফী তার বিখ্যাত গ্রন্থ নছবুর রয়া তে মুকাল্লিদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

فَالْمُقَلِّد ذَهِلَ، وَالْمُقَلَّدُ جَهِلَ

<u>মুকাল্লিদ জাহেল হয় এবং মুকাল্লিদ ভুল করে।</u>

نصب الراية لأحاديث الهداية ১/১১৩ 8

তাদের প্রখ্যাত ইমামদের কথা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো **মুকাল্লিদ জাহেল হয়, পক্ষপাতকারী হয় এবং নির্বোধ হয়।**

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ইমামের অর্থাৎ মাযহাবের অনুসারী কি আলেম হতে পারে?

উত্তর **:কখনোই না।**

কারণ যারা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করে তারা মুকাল্লিদ আর মুকাল্লিদ জাহেল হয় যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত, তারা কখনো আলেম হয় না।

(দিন-রাত এক হয় না, আলো- অন্ধকার এক হয় না, সাদা-কালো এক হয় না তেমনি আলেম আর জাহেল কখনো এক হয়না)

কিন্তু আমরা হরহামেশা দেখতে পায় তাদের নামের পূর্বে মুফতি মুহাদ্দিস মুফাসসির এমনকি আল্লামা পর্যন্ত আলকাব(বিশেষন) ব্যবহার করেন।

তাদের নামের পূর্বে হওয়ার কথা ছিল জাহেল, পক্ষপাত কারী, নির্বোধ কিন্তু তা না হয় তারা যে নিজেদের নামের পূর্বে মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসির আল্লামা ব্যবহার করছে, তাদের মাযহাব তা সমর্থন করে কিনা?

তাদের মাযহাবের অন্যতম ফিকহি গ্রন্থ যা তাদের কাছে বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন, ফতোয়া আলমগীরী যেখানে ইজমা নকল করা হয়েছে অর্থাৎ ফকিহগণ এই বিষয়ে একমত,

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ على أَنَّ الْمُفْتِيَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ من أَهْلِ الِاجْتِهَادِ 9

<u>মুফতি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব। এর উপরে ফুকাহদের ইজমা আছে।</u>

ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড ৩ অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা৩০৮।

সমস্ত ওলামাদের এজমা অর্থাৎ ঐক্যমত্য এই যে মুফতি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব। মুজতাহিদ ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন হাদিস গবেষণা করে নিজে ফতোয়া দেন কারো তাকলিদ করেন না।

একদিকে তারা নিজেদের নামের পূর্বে মুফতি লিখেন আবার দাবি করেন আমরা মুকাল্লিদ (জাহেল)।এ এক আজব পৃথিবী।

এখানেই শেষ নয়, তারাই আবার আইনুল হেদায়া যা হেদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানে লিখেছেন।

جو مجتہد اور فقیہ بھی ہو،اس بناء پر اس پر تقلید حرام ہو جاتے ہے

যে ব্যক্তি মুজতাহিদ অথবা ফকিহ তার জন্য তাকলিদ হারাম।

১৪৭ عین الہدایہ 10

যেহেতু মুফতি হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়ার শর্ত।

এই কিতাবের আপর স্থানে তিনি লিখেছেন,

مفتی تو حقیقت میں مجتہد ی ہوتا ہیں

মুফতি তো আসলে মুজতাহিদ কেই বলা হয়।

১৬০ عین الہدایہ | 11

এই পৃষ্ঠার একটু নিচে তিনি এই কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مفتی حقیقت میں مجتہد ہی ہوتا ہے اگر مفتی مجتہد نہ ہو تو اس مفتی کے کالم کا ناقل ہو گا اور وہ خود مقلد ہو گا

এ কথার ব্যাখ্যা এটাই হবে, প্রকৃতপক্ষে মুজতাহিদ কেই মুফতি বলা হবে।যদি মুফতি মুজতাহিদ না হয় তাহলে সে মুজতাহিদের অনুবাদক হবে। আর তাকে মুকাল্লিদ বলা হবে।

১৬০ عین الہدایہ | 11

এ কারণে যারা নিজেদেরকে মুফতি দাবি করেন তাদের জন্য তাকলিদ হারাম।

যারা মুকাল্লিদ হয়েও নিজেদেরকে মুফতি আল্লামা ইত্যাদি বলছেন, তারা দুই প্রকার পাপ করেছেন,

প্রথমত, তাদের জন্য মুজতাহিদ হওয়া ওয়াজিব ছিল, ওয়াজিবের এই শর্ত পূরণ না করেই যেহেতু তারা মুফতি দাবি করছেন এ কারণে তারা কবিরা গুনাহগার।

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের নিজেদের বর্ণিত ইজমার অস্বীকার করছেন।

আসুন আমরা দেখে আসি এজমা অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে তাদের আকাবির ও ওলামারা কি ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমামুল আসর হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেব তার গ্রন্থ নাকসে দাওয়াম এ লিখেছেন,

میں نے شروع میں کہا تھا کہ اجماع کا منکر کافر ہے

আমি শুরুতেই বলেছিলাম ইজমা অস্বীকারকারী কাফের।

১৯৭ نقش دوام | 12

দেওবন্দী হানাফিদের অন্যতম বড় মুনাজির ও তাদের দৃষ্টিতে প্রখ্যাত আলেম আল্লামা সারফরাজ খান সফদার, তার গ্রন্থ তাজাল্লিয়াতে সাফদার এর ষষ্ঠ খন্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی فیصلوں سے انحراف کرنے والے کو شیطان اور دوزخی قرار دیا ہے

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজমাই ফয়সালার বিরোধিতাকারী কে শয়তান এবং জাহান্নামী আখ্যা দিয়েছেন।

৬/১৮৯ تجلیت صفدر | 13

তিনি তার অপর গ্রন্থ তাসকিনছ ছুদূরের ২৯১ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

اجماع کا منکر تو کافر ہوتا ہے

ইজমা অস্বিকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে।

تسکین الصدور ২৯১ 14

ফাতাওয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, যা আব্দুল আজিজ কর্তৃক সম্পাদিত।

اس پر اجماع ہیں اور مخالف اور منکر اس اجماع کا گمراہ ہے

এর উপরে ইজমা হয়েছে, এই ইজমার বিরোধিতাকারী এবং অস্বীকারকারী গোমরাহ পথভ্রষ্ট।

فتاوی دار العلوم ৪৯/৯ 15

এখন আমাদের দেশের হানাফী মুকাল্লিদ যারা আছেন, যারা নিজেদের নামের পূর্বে মুফতি, মুহাদ্দিস, আল্লামা ইত্যাদি লাগিয়ে থাকেন এবং নিজেদেরকে আলেম বলে পরিচয় দেন তাদের দেওয়া ফতোয়া অনুসারে তাদের উপর কি ফতোয়া লাগবে তা তারাই নির্ধারণ করুক।

অথবা এই সমস্ত দলিলকে ভুল প্রমাণ করে, কোন একজন সিকাহ (আদিল ও যাবিত) ইমাম থেকে একথা প্রমাণ করুক মুকাল্লিদ আলেম হয়। মুফতি, মুহাদ্দিস তো বহু দূরের কথা।

<u>একটি বিশেষ অনুরোধ!!!</u>

আপনারা কখনো কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে মুকাল্লিদ জাহেল হয়। জাহেলের কাছে তো আর আপনি ফতোয়া বা শরীয়তের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾

এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।

সূরা আল আরাফ –১৯৯ 16

এরাই সেই লোক যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বেই বলেছেন,

اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

তখন মানুষেরা জাহেলদেরকে নেতা বানিয়ে নিবে। মানুষ তাদের নিকট সমাধান চাইবে, এরপর তারা না জেনে ফাতাওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং মানুষদেরও গুমরাহ করবে।

সহীহ মুসলিম ৬৬৮৯ 17

এই হাদিস থেকে এটা বোঝা যায়, মানুষ জাহেলদের জিজ্ঞেস করবে। আপনি কি কখনো কোনো অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিকে শরীয়তের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন? নিশ্চয় না। মানুষ সেই জাহেলদের কেই প্রশ্ন করবে যারা নিজেরা নামের পূর্বে বড় বড় টাইটেল লাগিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেবে মুফতি, মুহাদ্দিস আল্লামা ইত্যাদি।

আপনি বলতে পারেন এটা হয়তো আমার নিজের গবেষণা। কিন্তু না।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম আজ-জওযী রহিমাহুল্লাহ তা'আলা তার গ্রন্থ ইলামুল মুওয়াক্কিনে লিখেছেন,

أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم ، والفتوى بغير علم حرام ، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، و أن المقليد لا يطلق عليه اسم عالم

তাকলীদের দ্বারা ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নয়। কেননা তাকলিদ ইলম নয়। এবং ইলম ব্যতীত ফতোয়া দেওয়া হারাম। এ ব্যাপারে সমস্ত মানুষের এজমা আছে অর্থাৎ সবাই একমত।এবং অবশ্যই মুকাল্লিদের নামের সাথে আলেম শব্দ প্রয়োগ করা যায় না।

إعلام الموقعين ৩৬ [18]

যেহেতু মুকাল্লিদের জন্য ফতোয়া দেওয়ায় হারাম তো আপনার জন্য মুকাল্লিদের কাছে ফতোয়া চাওয়া কি করে জায়েজ হতে পারে।

যে শব্দ দিয়ে আমার এই লেখা শুরু করেছিলাম তা ছিল গায়ের মুকাল্লিদ। এই গাঁয়ের মুকাল্লিদ শব্দের ব্যাপারে তাদের ওলামাদের কি মত।

হাকীমুল উম্মত খ্যাত তাদের প্রখ্যাত আলেম, মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর ফতোয়ার উপর লিখিত গ্রন্থ মাজালিসে হাকীমুল উম্মতের ২৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন,

بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت ہے بھائی ای کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ہم ایک غیر مقلد کے معقید اور مقلدین کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے [19]

কিছু গায়ের মুকাল্লিদ বলে থাকে আমরা তাদেরকে অপছন্দ করি। এটা কিভাবে হতে পারে, যখন আমরা নিজেরাই একজন গায়ের মুকাল্লিদের মতালম্বী ও তার অন্ধ অনুসারী। কেননা ইমামে আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর গায়ের মুকাল্লিদ হওয়া সুনিশ্চিত।

(এই লেখার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা, কাউকে আঘাত করা, বা কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এটা নয়। যারা বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাদের উচিত তাদের ইলম অনুযায়ী কোরআন হাদিস থেকে মাসলা মাসায়েল বোঝা, খোজা এবং কোরআন হাদিসের অনুসারে ফতোয়া দেওয়া।

কোরআন হাদিস কে বোঝার ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া কোন বিশেষ ইমাম নয় সকলেই আমাদের ইমাম সকলের মতামত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তবে যার মত সর্বাধিক কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক হবে তাই আমরা গ্রহণ করব এই নীতি অবলম্বন করা।

وما علينا الا البلاغ

প্রতিটি কথার দলিল এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে মূল কিতাব থেকে, যদি কেউ জবাব লিখতে চান তাহলে স্বাগতম।

এই লেখা পড়ার পরও যদি আপনি মুকাল্লিদ হয়ে আলেম পরিচয় দেন, নিজেকে আলেম প্রমান না করেই তাহলে আপনার নাম মুনাফিকের মধ্যে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। জাহান্নামের সবচেয়ে নিচে থাকবে মুনাফিক।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

সূরা আন-নিসা ১৪৫

লেখক: আবু আন'আম হুসাইন মুহাম্মদ

ছাত্র: ভার্সুয়াল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি

কুল্লিয়াহ: উলুমুদ্দীন

সারগোদা, পাঞ্জাব, পাকিস্থান